ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল শান্তি পুরস্কারে নতুন আঙ্গিক

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী থানার একটি নিভৃত পলী গ্রাম বাংলার অন্য সব পলীর মতোই। ১৯৪১ সালের কথা। ধর্ম ভীরু মুসলিম পরিবারের তৃতীয় সন্তান হিসেবে জন্ম নেয় একটি ফুট ফুটে সুন্দর শিশু। বাবা- মার দ্বিতীয় ছেলে। ধার্মিক পিতামাতা নাম রাখলেন মুহাম্মদ ইউনুস। আলাহ্‌র প্রিয় এক নবী হযরত ইউনুসের নামে নাম রাখা হলো নব জাতকের।

বর্ণিত আছে এই ইউনুস নবী তার একাগ্রতার জন্যে আলাহর অনুগ্রহে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। নিজেকে পৃথিবীর আলো বাতাসে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তার একাগ্রতা আর প্রচÉ ধৈর্য শীলতা সর্বযুগের জন্যে আদর্শ। হযরত ইউনুস মানুষের মুক্তির জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ধার্মিক পিতা-মাতা দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের জন্মের পর নাম রাখলেন মুহাম্মদ ইউনুস। সে দিনের হাট হাজারীর শিশু ইউনুস আস্তে আস্তে বড় হলেন, কৈশোর পেরিয়ে যৌবন, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ৪২ বছর বয়সে ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংক নামে হত দরিদ্র মানুষের জন্যে একটি ব্যাংক।

চালু করেন ক্ষুদ্র ঋণ নামে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে একটি নতুন ধরনের ঋণ। এই নতুন ধ্যান ধারণা কিভাবে বিশ্ব শান্তির ধারণায় পরিণত হলো, এবং তিরানব্বই বছর পরে বাঙালির ঝুলিতে তৃতীয় নোবেল পুরস্কার তুলে দিলো, আজ এই প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়টি নিয়েই আলাপ করবো।

ড. ইউনুস অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পাবেন এ রকম একটা খবর বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে আলোচিত হচ্ছিল। কিন্তু সমস্ত ধারণা পাল্টে দিয়ে গত ১৩ অক্টোবর ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে নোবেল শন্তি পুরস্কার প্রদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

সে অনুযায়ী ২০০৬ সালের ১০ ডিসেম্বর রোববার নরওয়ের অসলো টাউন হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায় ১৪ লাখ ডলার মুল্যের এ পুরস্কার দেওয়া হয় গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে। অনুষ্ঠানে নরওয়ের রাজা হ্যারাল্ড, রাণী সোনিয়া, রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং স্পেনের রাণী সোফিয়াসহ প্রায় এক হাজার আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

অসলোর সময় দুপুর ১টায় (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা) সেবাস্টিয়ান বাখের সুরে পিয়ানো বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুল অনষ্ঠান। এর পর বক্তব্য রাখেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ড্যানবোল্ট মায়োস। এক পর্যায়ে তুমুল করতালির মধ্যে তিনি বাংলায় বলেন, ''আপনাদের সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন।"

এর পরপরই বাংলাদেশের নাচের দল নৃত্যাঞ্চল পরিবেশন করে বৃন্দনৃত্য 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

পুরস্কার নিতে প্রথমেই আহ্বান করা হয় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি মোসাম্মদ তাসলিমা বেগমকে। তাসলিমা পুরস্কার গ্রহণ করে বাংলাদেশের জনগণ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের সব কর্মী, সদস্য ও বোর্ড সদস্যদের পক্ষ থেকে কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ড. ইউনুসের হাতে। সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় শুরু হয় ইউনুসের নোবেল বক্তব্য। ড. ইউনুসের এই নোবেল বক্তৃতাকে বলা হয়েছে এ যাবৎ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

শুরুতেই ড. ইউনুস বাংলায় বলেন, "আমাকে এবং গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করায় আমি নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটিকে বাংলাদেশের সব মানুষের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।" তিনি

বলেন, বাংলাদেশের মানুষ পরিশ্রমী, সংযমী এবং সৎ।

বাংলাদেশের মহিলারা নিজেদের সংসারে উন্নতি আনার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মহাসম্মান তাদের বিপুলভাবে উজ্জীবিত করবে। বাংলাদেশের তরুণ গোষ্ঠী সৃজনশীল। বিশ্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাÉারে আরো বহু অবদান রাখার জন্যে এই পুরস্কার তাদের ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সারা বিশ্বে সুপরিচিত এক খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, নিরলস ও নীরব কর্মী ড. ইউনুস কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো, তবে অর্থনীতিতে নয় তার চেয়েও বেশি মর্যাদা সম্পন্ন বিষয় শান্তির জন্যে নোবেল। শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারের ১০৫ বছরের ইতিহাসে এ বছরের পুরস্কারটির একটি নজিরবিহীন তাৎপর্য আছে।

সেটি হচ্ছে এই প্রথম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগসূত্রের প্রতি নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির স্বীকৃতি। স্বীকৃতিটি এ মর্মে যে, দারিদ্র্যমোচন ছাড়া স্থায়ী শান্তি অর্জন সম্ভব নয়। অর্থাৎ অর্থনীতি এড়িয়ে কেবল রাজনীতি দিয়ে স্থায়ী শন্তি আসবে না কোথাও, কখনো।

এ যোগসূত্রটি মারফত তারা জানতে পেরেছেন, দারিদ্র্যের সফল মোকাবিলা ছাড়া মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কোনো তত্ত্বনির্ভর বক্তব্য উপস্থাপন করে নয়, বরঞ্চ ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে ড. ইউনুস ও তার সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন, দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়া শান্তির অন্য দুটি শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়।

এ দু'টি হচ্ছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। এই অদৃষ্টপূর্ব যোগসূত্রটি নোবেল শান্তি পুরস্কারের তত্ত্বধায়ক কমিটি দেখতে পেয়েছেন ইউনুসের কাজের বাস্তবিক নিদর্শনের মাধ্যমে। এ যেন এক দ্বিপক্ষীয় প্রাপ্তি। শান্তিকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়ন করে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ড. ইউনুস। এ যেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করার মতো একটি অভূতপূর্ব কাজ।

নরওয়ের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটি দেখতে পেল 'পিস'কে রি-ডিফাইন করে পিস-প্রাইজের ক্ষেত্রটি বাড়িয়ে দিয়েছেন ইউনুস। আর সেই বর্ধিত পরিসরেই নোবেল কমিটি ইউনুসকে ধারণ করতে পেরে তাঁকে পুরস্কারটি দিয়েছে।

অতএব বাংলাদেশের একক গৌরব এই যে, বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান মুহাম্মদ ইউনুসের মাধ্যমেই নোবেল শান্তি পুরস্কারের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল এবং তাঁরই হাত ধরে পুরস্কারটির তত্ত্বধায়ক 'নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি' 'বিশেষ' থেকে এক 'বৃহৎ' মÉলে প্রবেশ করলো।

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে নরওয়ের রাজধানী থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার এবং সুইডেনের স্টকহোম থেকে সাহিত্যসহ পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, ২০০৬ সালে সেরূপই হয়েছে।

আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কৃত ডিনামাইট একদিন পৃথিবীর অগণিত মানুষকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু তার চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র নোবেল পুরস্কার আজ বিশ্বসেরা প্রতিভাবান মানুষদের সম্মানিত করে চলছে, পৃথিবীতে তাদের বিরল প্রতিভার জন্যে দেওয়া হচ্ছে স্বীকৃতি।

আলোর বিচ্ছুরণে পৃথিবীর পুঞ্জীভূত আঁধার দুরীকরণের একটি ডুরাসেল উজ্জ্বল আলোর টর্চলাইট এখন বাংলাদেশের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুসের হাতে। বাংলার গৌরব নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুসকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে এটা কেউই কল্পনাও করতে পারেনি। কেননা ড. ইউনুসের ক্ষেত্র হচ্ছে অর্থনীতি।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিন যত ঘনিয়ে আসছিল, সবার দৃষ্টি ততই এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্দোনেশীয় সরকার ও আচেহ বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদের ওপর। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে সফল শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাঁরা। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সরাসরি সংঘাত প্রতিরোধকে পুরস্কৃত করার একটি বিরল সুযোগ হারিয়েছে নোবেল কমিটি এ বছর।

অসলোর ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্টেইন টেনিসন বলেছেন, ইন্দানেশিয়া ও আচেহ প্রদেশের জনগণের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক। তিনি মনে করেন, এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আচেহ ইস্যুটিই সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল।

মুহাম্মদ ইউনূসও যোগ্য, তবে তাঁকে এ পুরস্কার যে কোনো বছরই দেওয়া যেত। কিন্তু বেশির ভাগ বিজ্ঞজনের মন্তব্য হচ্ছে এবারই সত্যিকার যোগ্য ঝুলিতে পুরস্কারটি গেছে।

স্বয়ং ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ইন্দোনেশিয়া সরকার ও আচেহ বিদ্রোহীদের রক্তাক্ত সংঘাতে মধ্যস্থতাকারী মার্তি আতিসারি মনে করেন, ওই দুই পক্ষকে এ পুরস্কার আসছে বছরও দেওয়া যেতে পারে। প্রতিপক্ষে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির প্রথম সহকারী প্রধান সেভের লোজার্ড ২০০৬ সালের পুরস্কার ঘোষণাকেন্দ্রে বিবিসিকে সবচেয়ে সারগর্ভ কথাটি বলেছেন।

তাঁর মাতে, প্রতি বছর যুদ্ধের চেয়ে বেশি লোক মারা যায় দারিদ্র্যের কারণে। সুতরাং পৃথিবীর সম্পদ নিয়ে যে চরম বিভক্তি রয়েছে, সেই সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই বেশি স্বাগত। তার বক্তব্যটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল নোবেল কমিটি।

ড. ইউনূস ও তার চিন্তা চেতনার ফসল গ্রামীণ ব্যাংক ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে, ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে তথা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কত কার্যকর। আর তাই ২০০৬ সালের পুরস্কারটি হত দরিদ্র, দুর্নীতিগ্রস্ত বাংলাদেশের খ্যাতিমান সন্তান ড. ইউনূস ও তার গ্রামীণ ব্যাংক পেল।

প্রসঙ্গত ১২ নভেম্বর একটি ঘটনা উলেখ করতে হয়, কানাডার সমুদ্রতীরের ছোট্ট শহর হ্যালিফ্যাক্সের অনন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড কনভেনশন সেন্টারে পৃথিবীর ১২০ টি দেশ থেকে আসা প্রায় দুই হাজার ক্ষুদ্রঋণ কর্মীর চোখ আছড়ে পড়ল স্পেনের মহামান্য রাণীর রাজকীয় কাঁধে, ওড়নার মতো ভাঁজ করে রাখা এক বস্ত্রখÊ।

সবার মনে প্রশ্ন, নিশ্চয় খুব মূল্যবান বস্ত্র এটি! কোথায় তৈরি হয়েছে ওই বস্ত্রখÊ, একটি তাঁতের গামছা। নিজের হাতে সেটি বয়ন করেছেন বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁর অশিক্ষিত ও দরিদ্র নারীরা। জিনিসটির দাম যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় মাত্র ২০ সেন্ট। বিস্ময়ে সবাই হতবাক। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বস্ত্রখÊটির সুতিকাগারের বর্ণনা দিলেন ড. ইউনূস।

ক্ষুদ্রঋণের সেই বিশ্ব সম্মেলনে ইউনূস সবাইকে আরও জানালেন, কীভাবে সামান্য টাকায় মানুষের জীবন বদলে যায়, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে তারা শান্তির পথ খুঁজে পায়। সেই সম্মলনের মধ্যমণি ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস।

মনে হচ্ছিল, এটি ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলন নয়, ইউনূসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলোর ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁকে ঘিরে। সাংবাদিকের নানা জটিল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তিনি হাসিমুখে। বারে বারে টি ভি পর্দায় ভেসে ওঠছে ড. ইউনূসের সহাস্য চিত্র।

এই হাসি মুখই দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশে অসাধ্য সাধন করেছে। জোবরা গ্রাম থেকে অর্থনীতির এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় কাজটি সুচিত হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি উপেক্ষা করে ক্ষুদ্রঋণ নামক চমৎকার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন এবং এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন তারই প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বর্তমানে পৃথিবীর ১৩১টি দেশে ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অনেক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও মাইক্রো ক্রেডিট কনসেপ্টটি স্থান করে নিয়েছে।

দারিদ্র্য নির্মূলে আজ ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য এবং কার্যকর বাস্তবতা মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। অর্জনের আগে স্বপ্ন দেখাটা শুরু করেছিলো ড. ইউনূস বহু পূর্বে, সেই ১৯৬৬-৬৭ সালে ভ্যান্ডার বিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমাদানকালে, বাস্তবায়ন হয়েছে ‘জোবরা গ্রামে।

১০ ডিসেম্বর ২০০৬ নরওয়ের রাজধানী অসলোতে বাঙালি মুহাম্মদ ইউনূস মাথা উঁচু করে শোনালেন বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বথা। বললেন, দারিদ্র্য বলে ভবিষ্যতে আর কিছু থাকবে না। দারিদ্র্য দেখার জন্যে আগামী প্রজন্মকে যেতে হবে জাদুঘরে।

মুহাম্মদ ইউনূস প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে আমরাই ‘দারিদ্র্য জাদুঘর’ প্রতিষ্ঠা করবো। সেখানে গিয়ে দর্শকেরা দেখবেন, দারিদ্র্য কী, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে দরিদ্র্যের মধ্যে তাদের অসহনীয় জীবন কাটাতেন। বাংলাদেশের জনশক্তির অপার সম্ভাবনার কথা বলতেও তিনি ভুলে যাননি।

ড. ইউনুস বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি বাঙালি জাতির জন্যে বিরল সম্মান বয়ে এনেছেন। তাঁর এ অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সম্মানও বেড়েছে। ড.মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের হতদরিদ্র মানুষ নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখবে। লেখকের আন্তরিক অভিনন্দন ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে। প্রাণঢালা অভিবাদন গ্রামীণ ব্যাংককে ও গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে জড়িত সকল কর্মীকে।

১০ ডিসেম্বর ২০০৬ রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় নরওয়ের অসলো সিটি হলে নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০০৬ প্রদান করা হয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীণ ব্যাংককে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরওয়ের রাজা হ্যারাল্ড (পঞ্চম), রাণী সোনিয়া, রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং নরওয়ে ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। আমরা জানতে চেষ্টা করবো নোবেল পুরস্কার কী?

নোবেল পুরস্কার নিয়ে কিছু কথা

স্যার আলফ্রেড নোবেল(১৮৩৩-১৮৯৬)

সুইডেনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী স্যার আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৬ সালে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, তার সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশ থেকে একটি তহবিল গঠন করা হবে এবং ঐ তহবিল থেকে অর্জিত আয় মানবকল্যাণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতি বছর পাঁচটি পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্যয় করা হবে।

এর মধ্যে তিনটি পুরস্কার দেয়া হবে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেরা অবদানের জন্যে। বাকি দু'টি পুরস্কার দেয়া হেবে সাহিত্য ক্ষেত্রে ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্যে। তিনি এটাও নির্ধারণ করে দেন যে, প্রথম চারটি পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব থাকবে সুইডিশ নোবেল ইনস্টিটিউটের কিন্তু পঞ্চম পুরস্কার অর্থাৎ শান্তি পুরস্কার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানের দায়িত্ব থাকবে নরওয়ের জাতীয় সংসদের উপর।

১৯০১ সাল থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রথা চালু হয় এবং এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে গণ্য করা হয়। আলফ্রেড নোবেল নিজে কখনই কোথাও উলেখ করেননি কেন তিনি শান্তি পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব সুইডেনকে না দিয়ে নরওয়েকে দিয়েছিলেন।

নোবেল পুরস্কার সম্পর্কিত দলিলে তিনি উলেখ করেন, "আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে, পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনো কিছুই প্রাধান্য পাবে না। শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিটিই এটি গ্রহণের জন্যে অগ্রাধিকার পাবেন। হতে পারেন তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অথবা অন্য কোনো দেশের অধিবাসী।"

প্রসঙ্গত উলেখ্য, সুইডিশ প্রকৌশলী ও রসায়ন বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের (১৮৩৩-১৮৯৬) নির্দেশ মতেই অন্যান্য বিষয়ে নোবেল প্রাইজ তত্ত্বাবধান করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি। কিন্তু পিস প্রাইজটি তদারকি করে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি। কমিটিটি নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট কর্তৃক মনোনীত। নোবেলের সমসময়ে সুইডেন ও নরওয়ে ছিল একীভূত ইউনিয়ন।

ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি দেখতো সুইডিশ সরকার, আর অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখতো নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বলে পার্লামেন্টটির ওপর বিদেশের প্রভাবও ছিল না এবং সম্ভবত এ জন্যেই সেই পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার তদারকির দায়িত্ব। দায়িত্বটি এখনো সেভাবেই পালিত হচ্ছে। নোবেল পুরস্কার প্রদান করার প্রাক্কালে একটি সাইটেশন বাণী প্রদান করা হয়।

এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কারের সাইটেশনে বাণীর ব্যাপকতা ও গভীরতা অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশি। তাই এর মুল বক্তব্য বক্ষ্যমান রচনার মাঝেই উদ্ধার করা দরকার। সাইটেশনটি নিম্নরূপঃ ''২০০৬ সালের 'নোবেল শান্তি পুরস্কার'টি দু'টি সমান ভগে ভাগ করে দেওয়া হলো মুহাম্মদ ইউনুসকে এবং তাঁর গ্রামীণ ব্যাংককে, তাদের বটম আপ অর্থনৈতিক ও সামজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার সফল চেষ্টার জন্য। বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের বলয়গ্রাস থেকে বেরিয়ে না এলে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হবে না। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকেও এগিয়ে নিয়ে যায় তৃণমুল থেকে উন্নয়ন।

মুহাম্মদ ইউনুস নিজেকে এমন একজন নেতা বলে দেখাতে পেরেছেন, যিনি তাঁর তাত্ত্বিক স্বপ্নকে ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করেছেন কেবল বাংলাদেশের জন্যে নয়, অন্য অনেক দেশেরও লাখো কোটি মানুষের কল্যাণের জন্যে।

আর্থিক জামানত ছাড়া গরীবকে ঋণ দেওয়া একটা অসম্ভব ধারণা ছিল। তিন দশক আগের ক্ষুদ্র সূচনা থেকে ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা চিরবর্ধমান গুরুত্বের হাতিয়াররূপে গড়ে তুলেছেন।

ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে তাঁর গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বব্যাপী বহু প্রতিষ্ঠানের জন্যেই ধারণা এবং নমুনার উৎস হয়ে আছে। এই পৃথিবীর বুকে প্রতিটি ব্যক্তিরই সামর্থ্য এবং অধিকার আছে একটি শোভন জীবনযাপনের। আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই বাঙালির গর্ব ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে।" নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে নোবেল পুরস্কারে এ পর্যন্ত ভূষিত হলেন তিন বাঙালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল প্রদানের সময় সুইডিশ একাডেমি অব লেটার তাকে বলেছিলেন, "ভারতীয় চেতনার অনন্য অগ্রদূত।" নোবেল কমিটি প্রধান ওলে ড্যান বোল্ট নরওয়ে টেলিভিশনে নোবেল বিজয়ী হিসেবে ঘোষণার প্রাক্কালে উৎসাহব্যঞ্জক নানা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেন।

ড. ইউনুসের নোবেল বিজয় প্রসঙ্গে অপর এক নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, "ড. ইউনুস কীর্তিমান এক মহামানুষ। এভাবে তাঁকে সম্মান দেখানো যাথার্থ হয়েছে।" ড. ইউনুস বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচনেই রয়েছে শান্তির বীজ। দারিদ্র্য হচ্ছে বিশ্বে অশান্তির মুল কারণ।

দারিদ্র্য নিরসন হলেই শান্তি আসবে। এ গৌরব শুধু তাঁর নয়, এ গৌরব দেশের প্রতিটি মানুষের, সমগ্র দেশের। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ও বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিও নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার তার ও বাংলাদেশী জাতি উভয়ের জন্যে এক অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে।

জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের শান্তি পুরস্কার অর্জনের ঘটনাকে নোবেল কমিটির সুন্দর ও উলেখযোগ্য সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে মানবিক সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও গঠনমুলক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ও গঠনমুলক পদক্ষেপের জন্যে ড. ইউনুসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্পেনের রাণী সোফিয়া ও রাজা জুয়ান কার্লোস ড. ইউনুসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিল ক্লিনটন তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মাই লাইফ'- এর ৩২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ``Muhammad Younus should have been awarded Nobel Prize in Economics years ago." গত ৩০ বছর ধরে নীরবে-নিভৃতে একজন অর্থনীতির অধ্যাপক, একজন 'চড়ৎসধহং নধহশবৎ', যে কাজ করেছেন তার প্রভাব পৃথিবীর মানব সমাজে টিকে থাকবে শতাব্দীব্যাপী।

বিল ক্লিন্টন যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে ক্ষুদ্র রাজ্য আরকানসাস রাজ্যের গভর্নর, তখনই ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাথে পরিচয় হয় তাঁর এবং তাঁর পত্নী হিলারীর। বিল-হিলারী আমেরিকার এক প্রভাবশালী দম্পতি।

তাঁরা ড. ইউনুসের সাথে আলাপের পর ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে, তাঁর চিন্তা ভাবনায় এতই প্রীত হন যে, এরপর এই বিশ্বখ্যাত দম্পতি যেখানেই সুযোগ পান, অকৃপণ প্রশংসা করেন মুহাম্মদ ইউনুস ও বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের।

ক্লিনটনের প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় গ্রামীণ ব্যাংকের কথা আসে। এ বছর ১৯ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসির উইলার্ড ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমে টেড টার্নারের ইউএন ফাউন্ডেশন তাদের বোর্ড সদস্য মুহাম্মদ ইউনুসকে দেয় এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ১২০ জন নামজাদা ব্যক্তিত্ব।

সিনেটর, ট্রেজারি সেক্রেটারি, টেড টার্নার স্বয়ং এবং আরও কত খ্যাতিমানেরা। রাত আটটার দিকে অতিথিরা লাইনে দাঁড়িয়ে বলরুমে ঢুকতে শুরু করলেন। একটু পরে দেখা গেল আকর্ষণীয় চেহারার বয়সী এক মহিলা ইউনুসের দুই হাত শক্ত করে ধরে নাচতে চাইছেন।

কয়েক মিনিট সত্যি সত্যি নেচেছেনও। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে পরপর দু'বার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ইউনুসের সাক্ষাতের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কেনেডির পর সবচেয়ে জনপ্রিয় এই প্রেসিডেন্টের সামনে ইউনুসের দুই হাত ধরে যিনি নাচছেন, তিনি হিলারি ক্লিন্টন ছাড়া আর কেউ নন।

বিল-হিলারী দম্পতির এত কাছে আসার যোগ্যতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস আপন মেধা ও গুণের জোরেই করেছেন। ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম। তার চার বছর পরের কথা, সেটা ১৯৮৭। তখন তাঁর পোশাক-আশাক ছিল অন্য রকম। তিনি তখন ফিটফাট স্যুট পরতেন। গ্রামীণ চেকের সূচনা তখনো হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংকও এত বড় হয়নি।

মুহাম্মদ ইউনুসের ছিল মানুষকে মোহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা। কয়েক মিনিট কথা বলেই মন জয় করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্য আরকানসাসের বিচক্ষণ গভর্নরকে।

বিল ক্লিনটন তাঁকে আরকানসাসে ক্ষুদ্রঋণ চালুর কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে গভর্নর জানতে চান, এ কাজটি তিনি কখন শুরু করতে পারবেন। ইউনুস বললেন, কেন, আগামীকাল। তাজ্জব বনে গেলেন ক্লিনটন। সেই থেকে বন্ধুত্বের সূচনা। এর মধ্যে আরও কত ঘটনাপ্রবাহ।

বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁর খ্যাতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়েছে। ড. ইউনুসের ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা, গ্রামীণ ব্যাংক কনসেপ্ট সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। হিলারী ক্লিন্টন ও তাদের কন্যা চেলসি বাংলাদেশে এসেছেন শুধু মাত্র গ্রামীণ ব্যংকের কার্যক্রম দেখার জন্যে। দেখে তাঁরা মুগ্ধ।

ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার বাংলাদেশের অনন্য স্বীকৃতি

অসলোর সিটি হলে ২০০৬ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলার নবজাগৃতির বিশ্বায়নের জমকালো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো। নরওয়ের রাজা-রাণী যারা কোনো দিন এ ধরনের আসরে আসেননি, তারাও এক বঙ্গ সন্তানের বিশ্বজয়ের অপার আনন্দে শামিল।

রবীন্দ্রনাথ তারপর অমর্ত্য সেন এবং এরপরই বাঁধভাঙা খুশির জোয়ার এলো আরো এক বাঙালি, বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশের একজন ড. মুহাম্মদ ইউনুসের হাত ধরে। বিজয়ের মাসে মনে হলো আমরা আরো একটি বিজয় মুকুট লাভ করেছি। অনেক দুঃখ-বেদনা এবং যন্ত্রণা ভোগের পর খুশির পরশ যেমন স্বর্গীয় সুষমা নিয়ে আসে, এ যেন ঠিক তেমনি।

আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন ড. ইউনুস এবং তারই স্বপ্ন-সৃষ্টি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা। এজন্যে বাংলাদেশ থেকে ৭৭ জনের কাফেলা নিয়ে এসেছেন তিনি। এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালকমÉলীর ৭ জন রয়েছেন। যাদের এটাই প্রথম বিদেশ যাওয়া। আছেন স্বল্পশিক্ষিত অজপাড়াগাঁয়ের গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শ ঋণগ্রহীতা।

তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। নিভৃত পলীতে একজন স্বপ্ন দ্রষ্টা অধ্যাপকের হাত ধরে কীভাবে কালক্রমে গরীবের ব্যাংক রূপে লক্ষ কোটি সহায় সম্বলহীন মানুষের নিরানন্দ জীবনে আশার আলোক বর্তিকা হয়ে দেখো দিলো এবং প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করলো সে ইতিহাস নোবেল পুরস্কারের মহিমায় চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। ব্যাপ্তি ছড়িয়ে থাকবে শতাব্দী ব্যাপী। বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই মহতী আয়োজনে শামিল আজ।

প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আজ আনন্দে মতোয়ারা। এতদিন দুর্নীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি প্রবাসী বাংলাদেশীদের কলঙ্কের কারণ হয়েছিল। তারা শির উঁচু করে কথা বলতে যেন ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ড. ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তি তাদের গর্বিত বাংলাদেশী পরিচয় দিতে সাহায্য করেছে।

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ ব্যাংকের এই মডেল এখন বিশ্বের দেশে দেশে বাস্তবায়নের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। বিদেশীরা বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে একজন বাঙালির উদ্ভাবনজাত কৌশলকে দেখছে এবং এই একই কৌশল প্রয়োগ করে তাদের নিজেদের দেশের গরীব মানুষের মুখে হাসি ফোটনোর স্বপ্ন তারাও দেখতে শুরু করেছে।

ক্ষুদ্র ঋণ কীভাবে একজন সম্বলহীন মানুষকে স্বাবলম্বী করে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে সম্ভব করে সেটাই দেখিয়েছেন ড. ইউনুস। এতে গ্রামীণ প্রায় নিরন্ন

মানুষও তার অভাব মিটিয়ে কালক্রমে পণ্যপ্রবাহকে পর্ণকুটির পর্যন্ত প্রসারিত করছে। এ এক অভাবিত কর্মোদ্যোগ। নোবেল পুরস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই কর্মোদ্যোগের বিশ্বায়নের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন ড. ইউনুস।

এই বিজয় সরণিতে সকল বাঙালি শামিল। তারা তাদের ইউনুসের 'জোবরা' গ্রাম থেকে অসলো পর্যন্ত আসার দীর্ঘ পথের কথা স্মরণ করে আবেগে আপুত। সে পথ অতিক্রম করতে ড. ইউনুসের প্রায় একটি শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ সময় লেগেছে।

বাঙালি নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে তিনবার। প্রথম বার ১৯১৩ সালে। সে বার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরচিত গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পরিচয় ছিলো ভারতীয়।

দ্বিতীয় বার ১৯৯৮ সালে অমর্ত্যসেন অর্থশাস্ত্রে অবদানের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পরিচয় ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান। বাংলাদেশের কথা এসেছে এবারই প্রথম। খাঁটি বাংলাদেশী বাঙালি নোবেল পুরস্কার পেলেন তাত্ত্বিক কথা ছেড়ে প্রয়োগের সফলতায়।

নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০০৬ নোবেল কমিটির ভাষ্যঃ

সমাজের নিম্নস্তরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার সমান দুই অংশে ভাগ করে মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংককে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যমোচনের পন্থা খুঁজে না পেলে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হতে পারে না।

ক্ষুদ্রঋণ তেমনই একটি পন্থা। সমাজের নিম্নস্তরের উন্নয়ন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অগ্রগতির জন্যেও সহায়ক হয়। মুহাম্মদ ইউনুস নিজেকে এমন এক নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন, যিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের আরো অনেক দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণার্থে স্বপ্নকে বাস্তব কাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দরিদ্র মানুষকে যে কোনো জামানত ছাড়া ঋণ দেওয়া চলে, এই ভাবনাটিই আগে অসম্ভব ছিল। তিন দশক আগে

সামান্য পরিসরে শুরু করে মুহাম্মদ ইউনুস তার গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাকে দারিদ্র্য দুরীকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত করেন। বিশ্বজুড়ে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে যে প্রচুর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, গ্রামীণ ব্যাংক হয়ে উঠেছে তাদের ভাবনা ও মডেলের এক উৎস। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের একটি সম্মানজনক জীবনযাপনের সুপ্ত সম্ভাবনা ও অধিকার দুটোই রয়েছে।

মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক দেখিয়েছে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে নিঃস্বতম মানুষেরাও নিজেদের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্যে কাজ করতে পারেন। বিভিন্ন সমাজে, যেখানে নারীদের বিশেষভাবে সংগ্রাম করতে হয়, নির্যাতনমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, সেখানে ক্ষুদ্রঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিদায়ী শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মানব জাতির অর্ধাংশ নারী, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক পরিপূর্ণ গণতন্ত্র অর্জিত হতে পারে না।

মুহাম্মদ ইউনুসের দীর্ঘমেয়াদী স্বপ্ন বিশ্বকে দারিদ্র্য মুক্ত করা। শুধু ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে না। কিন্তু মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক দেখিয়েছেন যে, সেই স্বপ্ন বাস্ত বায়নের অব্যাহত প্রয়াসের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ অবশ্যই একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

অসলো, ১৩ অক্টোবর ২০০৬

আমরা ফিরে আসি নোবেল প্রাপ্তির সুখময় সময়টিতে। ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের জন্ম দিনে। সুইডেন এবং নরওয়ে দু'টি স্বাধীন দেশে একই সাথে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হবে। ৪টি পুরস্কার সুইডেনে এবং শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে।

অসলোতে ড. ইউনুসের সঙ্গে ছিলো ৭৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এ প্রতিনিধিদলে রয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনুসের স্ত্রী অধ্যাপক আফরোজী ইউনুস ও মেয়ে দীনা আফরোজ ইউনুসসহ পরিবারের

অন্যান্য সদস্য, গ্রামীণ ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের ৯জন প্রতিনিধি, পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও একটি সাংস্কৃতিক দলসহ সর্বমোট ৭৭ জন। এছাড়া আরও দু'জন সদস্য ড. ইউনূসের বড়কন্যা মার্কিন অপেরাশিল্পী মনিকা ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের ডেপুটি ডিরেক্টর দীপন চন্দ্র বড়ুয়া ফ্রান্স ও আমরিকা থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেন অসলোতে।

গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন তাসলিমা বেগম। ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো নোবেল পিস কনসার্ট। এছাড়াও অসলোতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিনিধি দলের আরো কিছু কর্মসূচি ছিলো। আমরা এবার একটু ফিরে তাকাই জোবরা গ্রামের দিকে। ড. মোহাম্মদ ইউনূস জোবরাতেই আবিষ্কার করেন তার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের প্রথম গ্রহীতাদের। এই গ্রামটি আজ ইতিহাসের অংশ।

ড. ইউনূসের এই কর্মক্ষেত্রটির ঈষৎ বিবরণ প্রয়োজন। গ্রামটিতে ষাট সদস্যের দু'টি প্রাথমিক কৃষি সমিতি ছিল। তাদের নিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন' 'সিড-ওয়াটার-ফার্টিলাইজার টেকনোলজি' কিংবা উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি গভীর নলকূপ –গ্রুপ গঠন করেছিল। গ্রুপের কাজের দায়িত্ব অর্পিত ছিল একটি নির্বাহী কমিটির ওপর।

কমিটি –সদস্যদের অভিযোগ : সংশিষ্ট কৃষকগণ পানির বকেয়া পরিশোধ করে না। কৃষকদের অভিযোগ : নলকূপ- কমিটি সময়মতো জলের জোগান দেয় না। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা ঝগড়াঝাটি এবং দু-এক দফা মারামারির পর থেকে নলকূপটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

বস্তুত নলকূপটি পরিত্যক্ত হয়েই পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে ঘটনাবলী ড.ইউনূসের গোচরীভূত হয়। তিনি আগে-বেড়ে জমিনে গিয়ে সংশিষ্ট সকলকে ডেকে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন।

'নবযুগ তেভাগা খামার'- নামক একটা 'অ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট' চালু করে প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাড়তি পানি এনে চাষের জমি ও ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করে তোলেন। নবগঠিত 'নবযুগ তেভাগা খামারই' পরবর্তী বিশ্বখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রথম নিউক্লিয়াস।

তিনি তার কার্যক্রমে দেখান যে, উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো এমন ধরনের সংগঠন যা সদস্যদের কে উন্নয়নের সাবজেক্ট অথবা বিষয়ী করে তোলে। তারা আর উন্নয়নের অবজেক্ট কিংবা বিষয়মাত্র থাকে না।

অতঃপর প্রধানত এই সংগঠন নামক উপকরণটির তদারকিতেই জামানতের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষুদ্রঋণের বহুশ্রুত 'কল্যাটারাল' বা বন্ধক-সমস্যার সমাধান করে ইউনূস। এটাই বিশ্বখ্যাত ক্ষুদ্রঋণ ধারণা। এই ধারণার সফল প্রয়োগ আগামীতে বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করে সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং অর্জিৎ হবে ক্ষুধা মুক্ত শান্তি র পৃথিবী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা থেকে 'জোবরা' গ্রামের পরিত্যক্ত গভীর নলকূপের দুর্ঘটনাস্থল পর্যন্ত কয়েকটা কদম মাত্র। এর মহার্ঘতম এবং দুর্লভতম চালিকাশক্তিটি ছিল 'পরার্থপরতা'র অন্তর্জাত তাড়না। এটা যাঁর সহজাত, তিনি স্বভাবতই 'মহাত্মা'।

ড. ইউনূস তেমনই এক আত্মা যে চিন্তা চেতনা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহাত্মায় পরিণত হয়েছেন। জেব্রার ওই অপ্রস্তুত রাস্তাটির ১৯৭৫ সালের সেই পথচারীটি ড. মুহাম্মদ ইউনূস যিনি আজ বিশ্ব মহাসড়কের পথপ্রদর্শক, আঁধারে আলোর দিশারী।

১৯৭৫ সালের ২৩শে অক্টোবর 'নবযুগ তেভাগা খামার'টা যদি না জন্মাত, নিকটবর্তী মিঠাছড়ার প্রাকৃতিক পানি কৃষিকাজে লাগানো হতো না, কৃষিভূমির কম্যান্ড এরিয়া চলিশ থেকে শত একর পর্যন্ত বাড়ত না, ১৯৭৮ সালের মার্চে গভীর নলকূপটি যদি না বিদ্যুতায়িত হতো, তাহলে ১৯৮৩ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামীণ ব্যাংকটির জন্ম হত না। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের অভিজাত তালিকায় লেখা হতো না।

নোবেল প্রাপ্তিতে ড.ইউনুসের অনুভূতি ঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০০৬

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান উঠলো যাঁরে হাতে, কিন্তু কই, তাঁর চোখে-মুখে তো কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। গৌরবের মুকুট মাথায় যেন একেবারে অবেগহীন হয়ে গেলেন বাংলার গর্ব, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তৃতীয় বাঙালি, গরীবের ব্যাংকার ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

১০ ডিসেম্বর ২০০৬ রোববার স্থানীয় সময় দুপুর একটা ৪০ মিনিটে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ডানবোল্ট মিওস স্বর্ণপদক ও নোবেল সনদ (ডিপোমা) তুলে দিলেন ড. ইউনুসের হাতে।

স্মিত সহাস্যে ভাব সিদ্ধভাবে তিনি গ্রহণ করলেন নোবেল পদক। বোঝা গেল না অবিস্মরণীয় এই মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া কী? তাহলে কি লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্ম মোনালিসা থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছেন? অথবা নরওয়ের হিমশীতল আবহাওয়া তাঁকে এমন নিরুত্তাপ করে ফেলেছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এসবের কিছুই নয়।

ড. ইউনুসের চিরপরিচিত হাসি, গ্রামীণ চেকের পাঞ্জাবি, ফতুয়া, সাদামাটা কথাবার্তা- সবকিছুই আছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিরতণের রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্যমণি তিনি। সেখানে নরওয়ের রাজপরিবার, দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত হাজারখানেক অতিথি উপস্থিত। তাই আপাদমস্তক বাঙালি ইউনুস ক্ষণিকের জন্যে হয়ে গেলেন বিশ্ব নাগরিক।

তাঁর দু'চোখে তখন শুধুই বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের অগণিত দরিদ্র মানুষ। এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীই ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে, ঋণের অর্থ যথার্থ ব্যবহার করে দরিদ্র সীমা অতিক্রম করেছে। বিনা জামানতে দেয়া ঋণ যথাসময়ে ফেরত দিয়েছে।

আর এঁদের ৯৭ শতাংশই গ্রামের সবচাইতে অবহেলিত নারী সমাজ। তাদের জন্যেই তিনি পেয়েছেন নোবেল প্রাপ্তির স্বীকৃতি। সবচে' বড় কথা তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করতে পেরেছেন, যা তাঁকে কালজয়ী খ্যাতি এনে দিয়েছে।

এই মহা মানবের ব্যক্তি জীবন

১৯৪১ সানে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার এক নিভৃত পলীতে জন্ম গ্রহণ করেন মুহাম্মদ ইউনুস। তারা সাত ভাই দু'বোন। ড.ইউনুস পিতার তৃতীয় সন্তান, ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে কলা বিভাগে আই. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৫৯ সালে ড.ইউনুসের পিতা চট্টগ্রাম শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা পাঁচলাইশে একটি প্রাসদোপম বাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়িটির নাম 'নিরিবিলি' এখানেই ড. ইউনুস বেড়ে উঠেন। ছাত্র জীবনে ড.ইউনুস স্কাউটিং-এর সাথে জড়িত ছিলেন। ড. ইউনুস বন্ধুবৎসল এবং কৌতুক প্রিয় ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ভ্যান্ডার বিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পারবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাল অধ্যাপনা করেন। পড়াশোনাকালীন সময়ে সহপাঠিনী, আমেরিকায় অভিবাসিনী রাশিয়ান মেয়ে ভিরা ফোরোস্টেঙ্কোকে বিয়ে করেন। সেটা ১৯৬৭সালের কথা। এক দশকের দাম্পত্য জীবন।

১৯৭৭ সনে ইউনুস ও ভিরার ঘরে জন্ম নিল ড.ইউনুসের প্রথম সন্তান আজকের বিশ্বখ্যাত অপেরা শিল্পী মনিকা ইউনুস। ১৯৭৭ সনের মার্চ মাসের প্রথম দিনে জন্মে ছিলেন মনিকা। ১৯৭১ সালে দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো তখন ড. ইউনুস প্রবাসে।

মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও পশ্চিমা জগতে একটি দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছাতে বিরাট অবদান রেখেছিলেন ইউনুস। দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন স্বদেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার মানসে বিদেশিনী স্ত্রী নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসলেন তিনি।

প্রথমে চেষ্টা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকত পেশায় যোগ দিতে, পরে যোগ দিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে । এর মধ্যে স্ত্রী ভিরা বাংলাদেশের পরিরেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে কন্যা মনিকাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন।

১৯৭৭ সনে ড. ইউনুস বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে এর সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় যোগ দিলেন । সে সময় আমেরিকা প্রবাসী স্ত্রী ভিরা এবং মনিকাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিরা বাংলাদেশে আসতে রাজী হলেন না।

এক দিকে স্ত্রী-কন্যা অন্য দিকে স্বদেশ, কোন্‌টি বেছে নেবেন ইউনুস? শেষ পর্যন্ত স্বদেশেরই জয় হলো। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে ড. ইউনুস ও ভিরাফোরোস্টেঙ্কো-এর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

স্বদেশে ফিরে ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাঁর ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে মনস্থ করলেন, খুঁজে পেলেন পবিত্র কর্মক্ষেত্র 'জোবরা গ্রাম'। এই জোবরা গ্রামেই পঞ্চদশ শতকে মহাকবি আলাওল কিছু দিন বাস করেছিলেন।

এরি মধ্যে ড. ইউনুস দ্বিতীয় বার বিয়ে করলেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রী একজন অধ্যাপিকা আফরোজী ইউনুস। তাদের ঘরে জন্ম নেয় ইউনুসের দ্বিতীয় সন্তান দীনা আফরোজ ইউনুস।

দু'স্ত্রী দু'কন্যার পর ড. ইউনুসের সবচাইতে প্রিয় আরেক সন্তান 'গ্রামীণ ব্যাংক।' এই গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মই ড. ইউনুসকে এনে দেয় জগৎময় খ্যাতি। গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা সভ্যতার চাকায় জুগিয়েছে নতুন শক্তি, কালকে করেছে জয়।

পাঠক, ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি আনন্দে আপুত। আবেগ সীমারেখা মানতে চাইছে না।

একজন মুক্তিসংগ্রামী ড. ইউনুসকে অভিবাদন জানাই সমাজের পিছিয়ে পড়া লাখ লাখ মানুষ, বিশেষত ভাগ্যবঞ্চিত নারীদের ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাÉ অংশগ্রহণের যে সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন তার জন্যে। সেই ধারা যেন বজায় থাকে, যেন ক্ষুদ্রঋণের প্রসার আরও ব্যাপকতা লাভ করে স্বদেশবাসীর মতো আমারও প্রত্যাশা।

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। এই ডিসেম্বর মাসেই আবার আমাদের দেশের একজন কৃতী সন্তান এবং একটি সফল প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ এই মহিমান্বিত মাসটিতে আবারো নতুন মাত্রা যোগ করলো।

আমাদের কামনা থাকবে, অনাগত ভবিষ্যতে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের প্রদর্শিত পথ ধরে বাংলাদেশের তথা পৃথিবীর সকল দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে, দরিদ্রতার পাপ থেকে মুক্তি পাবে ।

বিশ্ব শান্তি অর্জিত হবে। মহা শক্তিধর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ জয়, মানব সভ্যতার পত্তন অথবা ধ্বংসই শুধু ইতিহাস নয়। কখনো কখনো খুব আপাত নগণ্য ঘটনাই ইতিহাসের অংশ নয়। আর তাই ইতিহাসে এমন কিছু গল্প আছে যা ছোট্ট অথচ হীরক খÉর মতোই মূল্যবান।

ড. ইউনুস, জোবরা গ্রাম, নবযুগ তেভাগা সমিতি অথবা সেই পরিত্যক্ত নলকূপটি সবই আজ হীরার চেয়ে দামী। এই খÉগুলো জুড়েই গ্রামীণ ব্যাংক। জয় হোক ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও তাঁর সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংকের।

অসলোতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে ড. ইউনুস

(২)

মরুপলাশ এর সম্মানিত পাঠকদের অনুরোধে

দৈনিক যুগান্তর ১১ ডিসেম্বর, ২০০৬: সোমবার, অগ্রহায়ণ ২৭, ১৪১৩ বাঙলা র সৌজন্যে পুণঃপ্রকাশিত

নোবেল শান্তি পুরস্কার হাতে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিনিধি মোসাম্মাৎ তাসলিমা বেগম -এএফপি

রফিকুল ইসলাম রতন, অসলো থেকে

দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠানোর দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত কওে বাংলাদেশের কৃতি সন্তান ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন। গতকাল নরওয়ের রাজধানী অসলোর সিটি হলে এক অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে ড. ইউনুস ও তার সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি মোসাম্মৎ তাসলিমা হোসেনের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। সিটি হলের বিশাল কনফাসন্স রুমে জমকালো এ অনুষ্ঠানে নরওয়ের রাজা হেরাল্ড, রানী সোনিয়া, রাজকুমার, রাজকুমারী ও স্পেনের রানী সোফিয়াসহ বিশ্বের ৯১২জন নামিদামি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার গ্রহণের পর দেয়া বক্তব্যে ড. ইউনুস দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তাসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি। শান্তির সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ ধারণার স্বীকৃতি এ পুরস্কার।

ড. ইউনুস বলেন, দারিদ্র্যজনিত হতাশা, হিংসা ও ক্ষোভ বিশ্বের কোন সমাজে শান্তি আনতে পারে না। শান্তি আনতে হলে আগে দারিদ্র্য দুর করতে হবে। তিনি বলেন, পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে পুঁজিবাদের ধরণ পাল্টে দেয়া সম্ভব। তিনি প্রচলিত বানিজ্যের পাশাপাশি 'সামাজিক বানিজ্য' সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, মুক্তবাজারের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দুরীভূত করা সম্ভব। তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সামাজিক বানিজ্য এক সময় নিজেরাই তাদের পুঁজি বাজার গড়ে তুলে বহিরাগত বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh
www.geocities.com/baishakhi_chandpur www.geocities.com/ajkerbisheskhabor

তিনি সন্ত্রাস প্রতিরোধে কেবল সামরিক অভিযান চালানোর ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন বলেন, তার বিশ্বাস শুধু সামরিক অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, অস্ত্র ক্রয় বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তা দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যয় করা হলে তা সন্ত্রাস প্রতিরোধে আরও বেশি কার্যকর হবে।

গ্রামীন ব্যাংকের পক্ষে ঋণগ্রহীতা এবং পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মোসাম্মৎ তাসলিমা বেগম পুরস্কার গ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'কোনরকম মানবাধিকার না থাকার অর্থই হল দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্যজনিত হতাশা, বৈরিতা ও ক্ষোভে কোন সমাজে শান্তি টেকসই হতে পারে না। তাই স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের অবশ্যই মানুষ যাতে একটা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য তাদের সুযোগ করে দিতে হবে।' গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ইউনূস ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং আকালের কথা তুলে ধরেন।

মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করে বেরিয়ে এলে অপেক্ষামান শত শত সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, 'এ গৌরব আমার একার নয়, পুরো বাংলাদেশের। তাসলিমা বলেন, তিনি গর্বিত, গৌরবান্বিত।
অসলো সময় বেলা ১টার চার মিনিট আগে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি তাসলিমাকে নিয়ে ড. ইউনূস নরওয়েজীয় নোবেল কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন।

১টা বাজার ১ মিনিট আগে সিটি হলে আসেন রাজা হেরাল্ড, রানী সোফিয়া, যুবরাজ হাকন এবং যুবরাজ্ঞী মারিট। বেলা ১টায় ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখের সুওে ক্রিস্টিয়ান ইল হ্যাডল্যান্ডের পিয়ানো বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান। পাঁচ মিনিট ধরে বি মেজরে বাজানো হয় বাখের অমর সুর পারটিটা নাম্বার ওয়ান।

এরপর নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ড্যানবোল্ট মেজেস ২০ মিনিট উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। এক পর্যায়ে বিপুল হর্ষধ্বণির মধ্যে তিনি বাংলায় বলেন, 'আপনাদেও সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন। ড. ইউনূস, তাসলিমা সহ গোটা বাংলাদেশকে অভিনন্দন।

এর পরপরই বাংলাদেশের নাচের দল নৃত্যাঞ্চল পরিবেশন করে 'রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও' শীর্ষক বৃন্দনৃত্য। পাঁচ মিনিট পর অসলো সময় ১টা ৩৫মিনিটে এবং বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল পুরস্কারটি তুলে দেয়া হয় অধ্যাপক ইউনুসের হাতে। এরপর তাসলিমার হাতেও পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। বেলা পৌনে ২টায় শুরু হয় অধ্যাপক ইউনুসের নোবেল বক্তৃতা।

প্রায় দু'দশক আগে চট্টগ্রামের একটি অজপাড়াগাঁয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করে বর্তমান বিশ্বেও সবচেয়ে মর্যাদাশীল পুরস্কারে ভূষিত ড. ইউনূস বলেন, এ পুরস্কার তাকে বিশ্বেও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করতে আরও উৎসাহিত করবে। অন্যদেরও প্রেরণা যোগাবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বেও বিভিন্ন স্থানে দারিদ্র্য জেঁকে বসে আছে। এর কারণ, দারিদ্র্যেও মুল্যোৎপাটন করতে যা করণীয় আমরা তা করছি না।

তিনি বলেন, আমরা একসময় চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। ওই স্বপ্নকে বাস্তবতা দিতে আমরা উঠেপড়ে লেগেছিলাম বলেই আমরা চাঁদে যেতে পেরেছি। এমনকি এখন ওখানে বসবাসের পরিকল্পনাও করছি। কাজেই আমরা যদি দারিদ্র্য নির্মূলেও ওইরকমভাবে এগিয়ে যাই তাহলে সফল হবই।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে নোবেল পিস কমিটির চেয়ারম্যান মেজেস সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ড. ইউনূস ও গ্রামীণ বাংকের কর্মকান্ড তুলে ধরেন। এরপর তিনি পুরস্কার গ্রহণের জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধি তাসলিমার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ড. ইউনূস ও তাসলিমার হাতে একটি সম্মাননা স্মারক স্বর্ণপদক তুলে দেয়া হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাদেও অভিনন্দন ও সম্মান জানান।

উল্লেখ্য, ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

এর আগে সকালেই রেড বারনার (সেভ দ্য চিরড্রেন) আয়োজনে ক্রিশ্চিয়ানা থিয়েটাওে শিশুদেও সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় অধ্যাপক ইউনুসের ব্যস্ত সফরসূচি।

ড. ইউনুস ৭৭জন সফরসঙ্গী নিয়ে শুক্রবার অসলো পৌঁছেন।

গত ১৩ অক্টোবর (২০০৬) অধ্যাপক ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে ওই পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, সমাজের বড় একটা জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে না পেলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ড. ইউনুস ও তার ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য দুরীকরণের মাধ্যমে শান্তি এনেছেন। তাই তাকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণদানের মতো অভিনব অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যবহার করে তৃণমুল পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানের কথাও ওই বিবৃতিতে প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। ১৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার মুল্যের এই পুরস্কারের জন্য এ বছর প্রার্থী ছিলেন ১৯১জন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমর্ত্য সেনের পর ড. ইউনুস হলেন তৃতীয় বাঙালি এবং একমাত্র বাংলাদেশী বাঙালি যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন।

(১)

গ্রাফিক্স ডিজাইনার বদরুল আলম রতন ড. ইউনুসকে তার মনের মাধুরী দিযে সাজিয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস আপনার নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে প্রবাসে আমরা গর্বিত, আনন্দে আপ্লুত এবং সউদী আরবে আমরা পনের লাখ বাংলাদেশী বাঙালি আপনার আলোকে আলোকিত। গ্রহণ করুন আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন... সম্পাদক, মরুপলাশ / মোহনা / রুপসীচাঁদপুর / বৈশাখী রিয়াদ, সউদী আরব। ... ১৪ অক্টোবর ২০০৬ইং।

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা'র সকল লেখকদের পক্ষ হতে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। এ বিশেষ আইকনটিতে লিখেছেন- মরুপলাশ এর একজন নিয়মিত কলাম লেখক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর ড. আব্দুল মোমেন বোস্টন, ইউ-এস-এ হতে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন ড. ইউনুসকে। অভিনন্দন জানিয়ে এবং উৎসর্গ করে ছন্দ আর কবিতা রচনা করেছেন বিখ্যাত ছড়াশিল্পী কানাডা প্রবাসী লুৎফর রহমান রিটন, রিয়াদ প্রবাসী বন্ধুবর কবি ইদ্রিস আলী মেহেদী ও কবি, চারুশিল্পী বদরুল আলম রতন এবং সর্বশেষে আমিও ছন্দে ছন্দে ড. ইউনুসকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাবার চেষ্টা করেছি।

আমাদেও মরুপলাশ গ্রুপের নিয়মিত লেখক প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন একটি চমৎকার গদ্য পেয়েছি একটু দেরীতে। ০৮ এপ্রিল ২০০৭ইং আমরা অন্যান্য লেখার সঙ্গে এই চমৎকার লেখাটি সংযোগ করে দিলাম। লেখক ড. ইউনুস এর উপর রীতিমতো একটি গবেষণাধর্মী লেখাই লিখেছেন। যে লেখায় পাঠকগন অনেক অজানা তথ্য খুঁজে পাবেন।

সুপ্রিয় পাঠক ও বাঙলাভাষাভাষী লেখক বন্ধুগন আমরা এ বিশেষ কলামটি ধরে রাখবো আগামী ডিসেম্বর ২০০৭পর্যন্ত। সে পর্যন্ত ড. ইউনুস এর উপর আপনি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা লিখে (বাংলা টাইপ করে) আমাদেরকে আপনার এমএসওয়ার্ড কপিটি এ্যাটাসমেন্ট করে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার লেখাটি এ কলামের সঙ্গে যুক্ত করে দেবো। লেখক হিসেবে আমাদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তাতে কিছুটা হলেও পালন করা হবে।

সম্পাদক,

১৩ নভেম্বর ২০০৬ইং

নতুন লেখা সংযোজনঃ
০৮ এপ্রিল ২০০৭ইং
২৫ চৈত্র ১৪১৩বাঙলা

সৌরভে গৌরবে ইউনুসের নাম

লুৎফর রহমান রিটন

(ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে)

বিপদে-আপদে লোকে দোয়া-এ ইউনুস
পাঠ করে অবিরাম আগে জানতাম,
আজকে বাংলাদেশে কোটি কোটি লোক
উল্লাসে পাঠ করে ইউনুসের নাম!

যখন বাংলাদেশে ঘোর অমানিশা
অসহায় দেশবাসী হারিয়েছে দিশা
গাঢ় তমসার রাত চারিদিকে কালো
নেই কোথথাও নেই এতটুকু আলো

যখন চতুর্পাশে নিভে গেছে বাতি
দুর্নীতির নিস্পেষণে আশাহীন জাতি
হতাশার কুয়াশায় ডুবে গেছে দেশ
পতনের কিছু আর নেই অবশেষ
চারপাশে মৃত্যুও শীতলতা হিম
তখুনি উঠলো জ্বলে আলোর পিদিম-

স্বদেশের ঘন ঘোর কৃষ্ণপক্ষ কালে
জয়টিকা আঁকা হলো জাতির কপালে
পৃথিবীতে পুণরায় উঁচু হলো শির
বিপন্ন বিষন্ন দুখী বাঙালির!
বিশ্ব দেখে বিস্ময়ে তাঁকে অবিরাম
ইউনুস, ইউনুস সেই প্রিয় নাম।
হতাশার গ্লানি আজ যাক মুছে যাক
শাবাশ বাংলাদেশ পৃথিবী অবাক!

অটোয়া, কানাডা।। ১৪ অক্টোবর ২০০৬ইং
Riton100@gmail.com
(এনওয়াইবাংলা'র সৌজন্যে)

তের অক্টোবর, দু'হাজার ছয়

(আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব নোবেল শান্তি বিজয়ী ড. ইউনুসকে)

দেওয়ান আবদুল বাসেত

দু'হাজার পাঁচ,
বিটিভি র 'ঝুটায়'
মরে গেছে 'সাঁচ'।

দ্বিধা-দ্বন্ধ-ভয়,
দেশ জুড়ে বোমাবাজের
জয় শুধু জয়!!
লাখো হতাশায় আসে
দু'হাজার ছয়!!

দ্বিধা আর দ্বন্ধ
আলোর জানালাগুলো আহা সব বন্ধ!!
'আচানক' ভেসে এলো
শেফালীর গন্ধ।

গ্রামীন ইউনুস এলো
শান্তির প্রতীক,
নোবেল বিজয় জাতির
আলোকিত দিক।

অক্টোবর তেরো
দু'হাজার ছয়,
শান্তিতে বাঙালির
নোবেল বিজয়।

আলোকিত আশা
লাখো হতাশার মাঝে
এলো ভালোবাসা।

নোবেলের আলো
সে আলোয় মুছে দেবো
যত আছে কালো।

marupalash@gmail.com

সারল্যের কল্পলতা

(ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে)

বদরুল আলম রতন

সারল্যের
সবুজ ডগা,
উন্মুখ স্বপ্নে
যখন
নিশ্চিত আনন্দের
রোদ্র ছুঁয়ে,
কিশোরী প্রজাপতি নিয়ে, উন্মুক্ত নীলায়
খেলা করে, ঠিক তখনই
আকস্মিক
বাতাসের
আদিম-বন্যতায় (অসভ্যতায়)
ছিঁড়ে যায়
স্বপ্নের সারল্যের কল্পলতা।

আলোর পথযাত্রী

(সদ্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে)

ইদ্রিস আলী মেহেদী

জোনাকী রাতের সুখে লেগেছে আগুন
সরষে, কলমী, ঝাউবনে বিষাক্ত সাপের আনাগোনা
মধু প্রিয় ভ্রমরেরা পালাচ্ছে গভীর বনাঞ্চলে
জাতি আজ দ্বিধার শেকলে বন্দী;
ক্ষমতা, স্বার্থের তোড়ে বারুদ মথিত
বাতাসে উড়ছে তেত্রিশটা লাশ,
নিঃশ্বাস অনুপোযোগী আমাদের চারপাশ।

এমন দুর্দিনে সাত সাগরের জল নিয়ে এলে তুমি
সফল কর্মের কি সুধা তোমার মুক্তো খচিত হাতে!
বিকিরণে ঝলসায় পোড়া এ দু'চোখে;
তবুও সজোরে দেখি
শান্ত প্রিয় কপোত-কপোতি ডিগবাজী খেলে
তোমার ছায়া উপছায়া ঘিরে।

পৃথিবীর ভূখা-নাঙ্গা মানুষের জন্যে
নিয়ে এলে ডাল-নুন-ভাত,
শীত তীব্রতায় এক খন্ড বস্ত্র
তোমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে যাক
বাংলাদেশ, সারাবিশ্ব।
উপেক্ষিত মানবতা পাক্ প্রাণের সঞ্চার
কুৎসিত রাজনীতি, চোরাকারবারী,
মুনাফাখোর পাক্ আরোগ্যের মহৌষধ-
তোমার পদাঙ্কানুসরণ করে রাজনীতিবিদরা
হয়ে উঠুক শুদ্ধ।

মাটি ও শেকড়ের কাছাকাছি
কতো সহজ ভঙ্গিতে পৌছে গেলে তুমি,
বিশ্বব্যাপী সম্বলহীন মানুষের মুক্তিদাতা
কতো কাছের মানুষ তুমি।
চন্দনা রানীরা বুঝেন না
নোবেল শান্তি পুরস্কার মহিমা
শুধু বোঝেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস মানেই শান্তি।
স্বকীয় ধারার বৈপ্লবিক বীজ
নির্ভয়ে পুতলে বিশ্বাঙ্গনে-
ফুলে ফলে ভরে যাবে পুষ্টিহীন গ্রহ।
হে মহান,
ঋণী করে গেলে স্বদেশ মৃত্তিকা
আর পৃথিবীকে।

তুমি শুধু বাঙালির নও
দুরের, বিস্তৃত পরিমন্ডলে তোমার দৃপ্ত দিকনির্দেশনা-
আমাদের আরও গর্বিত করে
প্রশস্ত বুকটা দশ হাত উঁচু হয়ে যায়।

হে কালের অমৃতের সন্তান
তোমার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বণির সাথে
সমস্বরে বলি-'আমরাও পারি'
দিতে জানি কিছু-
দেশ, জাতি, সমগ্র বিশ্বকে।

Congratulation Dr. Yunus

Dear Dr. Yunus:

I am simply delighted at the news. This is long overdue and I am feeling so much excited that it appears that I have got it. We should celebrate it. Definitely, this is a great achievement and pride for all of us and especialy for Bangladesh. It brought respect for Bangladesh at a time when the country is facing image problems due to violence, political polarization and near failed governance.

It is very interesting that last night when I was teaching a class, I was talking about micro-credit, Grameen Bank, Professor Yunus, Hillary-Clinton, 'welfare to work' and especially about the 'cell phone lady' and her achievement. I am pleased that finally you made it. You brought to us.

When I attended your Micro-credit Summit in Washington DC in 1996 and the standing ovation that you received from the global community made me convinced that you would get it…question was when. Last few years, each year, I having waiting for such an announcement.

Professor Yunus, hearty congratulation. You brought respect for all of us as a nation. May Allah bless you. Thank you again.

Dr. Abdul Momen
Boston
USA

*Good news Professor Dr. Mohammad Yunus and his Grameen Bank has received the Noble Prize for Peace for this year. He richly deserves it for helping the poor. We are proud of him. Hearty congratulation. It enhanced the image of Bangladesh to the greater world.

Dr. Abdul Momen